মোঃ নাজমুল হক
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী
সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ
পাবনা

"পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চোর!"

[১ম পর্ব]

.....হেমন্তকালে সকাল বেলায় হালকা শীতের আমেজে বাজারে যাওয়ার টাটকা ফ্রেশ অনুভুতি অনেকটা বহুদিন অপেক্ষার পর প্রেয়সীর সাথে দেখা করতে যাওয়ার মতই সজীব ও আকর্ষণীয় মনে হয়। টাটকা শাক-সবজীর ঘ্রাণ, মাছের বাজারে এই মাত্র ধরে আনা নানা রকমের মাছের উথাল-পাথাল নৃত্য, নিরীহ-গ্রামীণ মানুষগুলোর কোলাহল, কর্মচাঞ্চল্য - সব কিছু মিলিয়ে এ এক অকৃত্রিম আন্তরিকতার আশ্রয়।

শুক্রবারের সকালবেলার বাজার তাই আমার কাছে সাংসারিক প্রয়োজনের চেয়ে প্রিয় একটা শখের অনুষঙ্গ। আজ শুক্রবার। বরাবরের মতই বাজারের পাশের এক চা স্টলে বসে এক কাপ চায়ে তৃপ্তির চুমুক দিয়ে তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছি বাজারের দিকে। দেশী লেবু কিনেছি। আজ দুপুরে মুরগীর মাংসের ঝোল দিয়ে গরম ভাত মাখিয়ে সাথে লেবুর রসে বেশ জমে উঠবে। দুটো মাঝারি রুই মাছ কিনলাম, সাথে লাউ আর জলপাই ...ঐশির মা কে বলব কাল লাউ দিয়ে রুই মাছের ঝোল করতে, সাথে জলপাই ভর্তা দিয়ে খেতে কিযে মজা হবে! আসলে আমার বাজারে প্রতিটা জিনিস কেনার পিছনে একটা করে কল্পনা, স্বপ্ন জড়িয়ে থাকে - খাবার টেবিল আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা, আর প্রিয় খাবার মজা করে খাওয়া আমার কাছে বিশুদ্ধতম শিল্প। যাই হোক, অনেক দরদ দিয়ে বেছে বেছে বাজার করে শেষ করলাম। এবার বাড়ী ফেরার পালা। রাস্তার পাশে এসে বড় বাজারের ব্যাগ নিয়ে রিকসার জন্য দাড়ালাম। এক অল্প বয়সী ছেলের রিকসা থামিয়ে ব্যাগ সহ উঠে পড়লাম। ছেলেটি দেখতে গরীব কিন্তু বেশ পরিপাটি, মাথায় ক্যাপ, কম দামী একটা সবুজ শার্ট, শার্টের একটা বোতাম ছেড়া, পরনে সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা কালো জিন্সের কোয়াটার প্যান্ট, মাথায় চুল কিছুটা এলোমেলো আর চাহনীতে কিছুটা মায়া আর কিছুটা রহস্যের ছাপ। চোখের চাহনিতে তার অভাবের রেখা স্পষ্ট, দেখে কেমন যেন মায়া লাগলো। রিকসায় উঠেই ১০ টাকা ভাড়া আগেই দিয়ে দিলাম। বাজার থেকে আমার বাসা অল্প রাস্তা। ছেলেটি টাকা হাতে নিয়ে একটু মুচকি হেসে রিকসা চালাতে শুরু করল। আমি লক্ষ্য করলাম রিকসা চালানো সময় ছেলেটি খুবই অদ্ভুদ ভঙ্গিতে রাস্তার বাক, দুপাশের জনগনের আনাগোনা, দোকানপাট, সবকিছু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে এগুচ্ছে।

কিছু সময় পর আমার বাসার সামনে রিকসা এসে পৌছালো। আমি যে বাসায় থাকি তা থেকে রাস্তার দুরত্ব মাত্র ১০/১৫ হাতের বেশী হবেনা। বড় ব্যাগ ঢুকাতে হবে ভেবে আমি রিকসা থেকে নেমে বাসার বাইরের কলাপসিবল গেটটা কিছুটা ফাঁকা করার জন্য ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি । পিছনে রিকসাতে আমার বড় বাজারের ব্যাগটা রাখাই ছিল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পেরিয়েছে। গেটটা just ফাঁকা করেই আমি পিছনে ঘুরেছি। ঠিক যখন মাথা ঘুরিয়েছি সেই অল্প সময়ের মধ্যে সেই রিকসাওয়ালা ছেলেটি বাজারের বাগ সহ এমন ভাবে রিকসা টান মেরে সামনের রাস্তার বাকে নিজেকে আড়াল করে ফেলেছে তা আমার কাছে নিতান্তই যাদুর মত মনে হল। আমি বুঝলাম সেই ছেলেটি এমন ভাবে আমার হাটা, আশেপাশের লোকজনের অবস্থান, তাদের চাহনি, গতিবিধি, সামনের রাস্তার বাক এবং তার রিকসার গতিবেগ - সবকিছুকে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছে যে নিমিষেই আমার দৃষ্টিসীমানা থেকে নিজেকে আড়াল করতে সক্ষম হয়েছে। এত শখ আর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা আমার বাজারের ব্যাগটা হারিয়ে আমি পুরোটা দিশেহারা হয়ে পড়লাম। কি হলো, কিভাবে হলো, কখন হলো, কেন হলো - কিছুই মেলাতে পারছিলাম না। আমি সাথে সাথে আরেকটা রিকসায় উঠে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম। আমার সেই মুহুর্তে মনে হচ্ছিল ঐ ছেলেটির মত এত বড় চোর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। রাতের আঁধারে ঘরে ডুকে চুরি করে যে তাকেও একটা শ্রেণিতে ফেলা যায়, কিন্তু মানুষের বাজার করা ব্যাগ সহ এভাবে দিনে দুপুরে চোখের সামনে দিয়ে উধাও হওয়া - এত বড় যচ্ছুরি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার রিকসাওয়ালা কে আরও দ্রুত হাকালাম, আরোও জোরে, আরো জোরে এগুচ্ছি আমি, আজকে ঐ ব্যাটা রিকসাওয়ালা চোর কে ধরবোই আর জন্মের মত ওর চুরি করার সাধ মিটিয়ে দেব। কিন্তু একটু পরেই লক্ষ্য করলাম সামনে সামান্য দুরত্বে আরও একটি বাঁকে রাস্তা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আমার কাছে পুরে ব্যাপারটা এবার পরিস্কারর হয়ে গেল। ঐ রিকসাওয়ালা আমাকে নিয়ে আসার পথে পুরো রাস্তার বাকগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের এবং সেই সাথে তার রিকসার সর্বোচ্চ গতিবেগের একটা হিসেব করতে করতে আসছিল। শেষ সুযোগটা আমিই তাকে দিয়েছিলাম রিকসাতে ব্যাগ রেখে নেমে কলাপ্সিবল গেটটা খুলতে এসে। মনের দুঃখে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করে যখন ছেলেটিকে ধরতে পারলাম না তখন অসহায়ের মত বাড়ীর দিকে রওনা দিয়ে খালি হাতে বাসায় পৌছালাম। ...(১ম পর্ব সমাপ্ত)

[পর্ব ২ :]

বিশ্বাস যখন অবিশ্বাসের কাছে হেরে যায়, দুঃখ হয়। সত্য যখন মিথ্যার কাছে অবনত হয়, হৃদয় কেঁদে ওঠে। জীবন বড়ই বিচিত্র। আজ অল্প বয়সী এক রিকসাওয়ালার কাছে প্রতারিত হয়ে জীবনের প্রতি আমার যে বিশ্বাস ও আস্থার জায়গা ছিল তার ভিত যেন কেঁপে উঠল। খেটে খাওয়া গরীব শ্রেণির এই মানুষগুলোর প্রতি আমার সুপ্ত একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল, সহানুভুতির একটা জায়গা আমার ভিতরে লালন করে এসেছি সব সময়। বছর ছয়েক আগের একটা ঘটনা হঠাৎ আমার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল। ২০১৫ সালের ঘটনা। তখন ছিল রোযার মাস। একদিন সন্ধ্যায় ইফতার করার পর বেশ ক্লান্ত লাগছিল। কিছুতেই বাইরে বেরুতে মন চাইছিল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের রাস্তার উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখছি। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের হালকা আলোয় দু-একজন পথচারীর অলস পথচলা চোখে পড়ল। আমার প্রয়োজন একটা রিকসা। বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে মৃদু আলোয় লক্ষ্য করলাম একটি রিকসাওয়ালা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ডাক দিয়ে থামালাম। রিকসাওয়ালা ছেলেটির বয়স ১৮-২০ হবে , অন্ধকারে মুখটা ঠিক মত দেখতে পারি নাই। বারান্দার কাছে ডেকে এনে তাকে বললাম - " এই নাও - এই ১০ টাকা তোমার "। সারাদিনের প্রচন্ড পরিশ্রমে নুইয়ে পড়া শরীরে হয়ত বাড়ি ফিরছিল ছেলেটি। আমার কথা শুনে সে বেশ অবাক হল। গ্রিলের ভিতর থেকে আমি এইবার একটা কাগজ বের করে তাকে ধরিয়ে দিয়ে বললাম -"এখানে দুটো নাম্বার লেখা আছে, ৫০ টাকা করে মোট ১০০ টাকা ফ্লেক্সি করতে হবে , ঠিক আছে ?" এই বলে একটা চকচকে ১০০ টাকার নোট তার হাতে ধরিয়ে দিলাম। টাকাটা নিয়ে রিকসাওয়ালা ছেলেটি আমার দিকে একবার তাকানোর চেষ্টা করলো , আধারে আমার মুখটাও হয়ত সে দেখতে পাই নাই। তারপর দ্রুত রিকসা নিয়ে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।... আমি নিজের প্রতি মুচকি হেসে ভাবলাম ১০০টাকার বিনিময়ে আজ একটা পরীক্ষা হয়ে যাক - পৃথিবীতে সততা বলে আজও কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা। জীবন-জোয়ালের ভারে মানবতা মাটির সাথে মিশে যাই নি তো ? নিতান্ত কষ্টে যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবন সংগ্রাম এগিয়ে চলে, সততা তাদের হৃদয়ে কিছুটা ঠাই পাই কি? নিজের মনের মধ্যে প্রশ্ন-জালে পেঁচিয়ে ফেলছি নিজেকে বারবার। আজ ১০০টাকার বিনিময়ে জীবনকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চলেছি মাত্র।

অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণের মধ্যে বগুড়া থেকে আমার ছোটভাইয়ের ফোন বেজে উঠল - "ভাইয়া এই মাত্র ৫০টাকা ফ্লেক্সিলোড পেলাম। তুমি পাঠাইছো?" আমি সত্যিই তখন আনন্দে, আবেগে আপ্লুত হয়ে পরেছি। অসহায়, জীর্ণ, শীর্ণ সেই ছেলেটির আবছা মুখ আমার সামনে ভেসে উঠল। আমি আনন্দের আধিক্যে চোখের পানি মুছলাম। রাজশাহীতে আমার মার কাছে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তার ফোনেও যথারীতি ফ্লেক্সিলোড পৌঁছে গেছে। সবচেয়ে অবাক হলাম যখন মা বললেন তার ফোনে ৬০টাকা এসেছে। আমি হিসেব মিলাতে গিয়ে হোচোট খেলাম , আমিতো ৫০টাকা পাঠাতে বলেছিলাম ২য় নম্বরে। আমি আমার নিজের কাছে হেরে গেলাম, অনুতপ্ত হলাম, শিক্ষা গ্রহন করলাম - একটা গরীব খেটে খাওয়া রিকসাওয়ালার মধ্যেও আত্মসম্মানবোধ থাকতে পারে জীবনের কাছে এই শিক্ষা পেলাম নিবিড়ভাবে। এরকম অতীতের আচল ধরে যখন হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে, তখন হঠাৎ বাইরের কলাপ্সিবল গেটে একজনের ডাক শুনতে পেলাম। "স্যার, এইডা কোন কাজ করছেন? আপনার বাজারের ব্যাগ আমার রিকসার উপরে রাইকখ্যাই ন্যামইয়া গেছেন?" ....আমি স্বপ্ন দেখছিনাতো। আমার বাজারের ব্যাগ যে এভাবে ফেরত পাব তা কল্পনাতেও আনতে পারছিনা। আমি ব্যাগের দিকে একবারও তাকাইনি। ছেলেটির দিকে বারবার তাকিয়ে অবাক হচ্ছি। আমি যখন তাকে চোর ভেবে পিছু নিয়েছিলাম, তখন সে বুঝতেই পারেনি যে তার রিকসায় আমার ব্যাগটা রাখাছিল। বেশ খানিক দুরে যাবার পর যখন সে টের পেয়েছে, সাথে সাথে নতুন আরেকটি ভাড়া রেখে দ্রুত ছুটে এসেছে আমার বাসার দিকে। "সত্যিই স্যালুট তোমায়" - বারবার বলতে ইচ্ছে করছিল, মনে মনে বারবার ঐ রিকসাওয়ালার সততার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ মানুষটিকে আমি সবচেয়ে বড় চোর মনে করে পিছু নিয়েছিলাম। পকেট থেকে ৫০টাকা বের করে যখন তাকে দিতে গেলাম, সে কিছুতেই নিতে রাজি হলোনা। আমি তাকে নিজের ছোটভাই ডেকে জোর করে হাতের মধ্যে টাকাটা গুজে দিয়ে কিছুটা নিজের ক্ষুদ্রতা ঢাকার চেষ্টা করলাম।